মানচিত্র

বিনয়মজুমদার

আমি— আচ্ছা, অনিল, আমার দেয়ালে টাঙানো ওই মানচিত্রখানি লক্ষ্য করো। পৃথিবীর মানচিত্র। সারা পৃথিবী জরিপ করে এঁকেছে মানচিত্রখানি লোক লেগেছে কত জরিপ করতে ভাবো। কত বছর লেগেছে, বোঝো।

অনি — তা তো সত্যি কথা, কাকা

আমি — ফিতে দিয়ে, কিংবা লোহার লম্বা শিকল দিয়ে জরিপ করেছে পৃথিবী ত্রিভুজ বানিয়ে বানিয়ে মাপা অতি সোজা কাজ।

অনিল — তা তো বোঝাই যায়।

আমি — অতি প্রাচীন কালে ত্রিভুজ বানিয়ে জরিপ করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। পরে অবশ্য দূরবীনের সাহায্যে মাপা সুরু হয়। দেখেছ তুমি দুরবীন?

অনিল — হ্যাঁ দেখেছি।

আমি— দূরবীনের সাহায্যে মাপলে জমির উচ্চতা সুদ্ধ মাপা যায়। সমুদ্রের জলের চেয়ে কত উঁচু বর্ধমান কিংবা জলপাইগুড়ি দিব্যি মাপা যায়।

অনিল— এসব মপা তো অনেক আগে হয়ে গেছে।

আমি — তা ঠিক। অনেক আগেই মাপা শেষ হয়েছে। তবু পরে উড়োজাহাজ আবিষ্কারের পড় উড়োজাহাজ থেকে ফটো তুলে তুলে জরিপ করা হয়। ধরো বাঘ বালুক সাপ জোঁক ভর্তিসুন্দর বনে। শিকল দিয়ে জরীপ করা যায় না। সুতরাং উড়োজাহাজ সুন্দরবন অঞ্চলে আকাশে উড়ে উড়ে বহু ফটো তুলে একসঙ্গে জুড়ে উচ্চতার জ্যামিতির সাহায্যে জরিপ করা হয়। সমুদ্রের ভিতরে ছোটো ছোটো দ্বীপ ইত্যাদিও এইভাবে জরিপ করা হয়। এমন কি পাহাড় পর্বত এইভাবে জরিপ করে। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে ফোটো তুলেও আস্ত আস্ত দেশ জরিপ করা যায়।

অনিল — তবে তো জরিপ করাটা ফের কয়েকশো বছর পরে করলেও এই পর্যন্ত জরিপ করা শেষ। একই জিনিস কত বার আর জরিপ করা যায়?

আমি— কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে দেখা গেছে যে পৃথিবী গোল এবং পৃথিবীর উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু যতটা কমলালেবুর মতো চাপা ভাবা হত। তার চেয়ে বেশি চাপ সোজা ব্যাপার।

অনিল — আস্ত ভারত এক ছবিতেই দেখা যায় কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে তোলা ছবিতে। দীরে দীরে উন্নতি হচ্ছে মানুষজাতির জ্ঞানের রাজ্যে।

আমি— এ কী উন্নতি? উন্নতি কি ভাবার বিষয়। আমরা বাড়াচ্ছিন বলে বরং বলতে পারি আমাদেই অজ্ঞতা কমাচ্ছি। যখনই আমরা আবিষ্কার করি তবেই আমরা ক্ষুদ্র তুচ্ছ বলে ধরা পড়ি। ধরো কৃত্রিম উপগ্রহ মানুষের কাজ। বলিলাম কৃত্রিম উপগ্রহ— তৎক্ষণাৎ আমরা স্বীকার করে নিলাম যে আসল উপগ্রহ— চাঁদের মতো আসল উপগ্রহ বানানোর ক্ষমতা আমাদের নেই আমরা আসলে কিছু না। অতি তুচ্ছ কতগুলি প্রাণীমাত্র।

অনিল— ঠিক কথা তো, কাকা। মানুষ মঙ্গলগ্রহে গিযে ফের পৃথিবীতে ফিরেও যদি রকেটে চড়ে। তখনো প্রমাণিত হবে আমরা কিছু না। অন্য কোনো উন্নত, উচ্চতার প্রাণী স্রেফ পায়ে হেঁটেই মঙ্গলগ্রহে যায় পাঁচ ছ মিনিটে। এমন ব্যাপার।

আমি— ঠিকই বলছো তারাই যেতে পারে, অন্য তারায় সেখান থেকে আবার আরেক তারায়। আমাদের রকেট চলে অতি তাড়াতাড়ি তারায় যাওয়া একেবারে অসম্ভব। আর একটা ভারতবর্ষ কত ছোটো। সামান্য একটু যায়গা হিন্দুস্তান।

অনিল— তা তো দেখাই যাচ্ছে।

আমি— এই যে মানচিত্রখানি এঁকেছে সে জানে পৃথিবীর কোথায় কোন নদী কোথায় কোন পাহাড়, কোথায় কোন দ্বীপ ইত্যাদি পৃথিবীর আমার সে জানে ভালোভাবে। কিন্তু এ জানা সত্ত্বেও সেই অঙ্কনকারী শিল্পী পৃথিবী কণায় পৃথিবীর বানিয়েছে অন্য কেউ। এবং নিজে না বানিয়েও শিল্পী জানে পৃথিবীর আকারটি কেমন।

অনিল — হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।

আমি— ওই দ্যাখ এই পৃথিবীর মানচিত্রখানি এঁকেছে জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত দিল্লির লোক—লেখাই াছে একথা মানচিত্রের কোণে।

অনিল — হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।

আমি— কিন্তু জ্যোতিষচন্দ্র তো আর পৃথিবী সৃষ্টি করে নি।

অনিল — হা হা হা হা । তাও তো বটে।

ভারত

আমি— কী সুন্দর বাঁধা কপির ক্ষেত বানিয়েছে, দেখেছ অমলেন্দু।

অমলেন্দু — হ্যাঁ, প্রত্যেক বছরই বানায়! দেখি তো প্রতি বছর।

আমি — বাঁধা কপির ক্ষেতের চেয়ে কত উচু এই বাসের রাস্তা দেখেছে।

অমলেন্দু — খুব বেশি উচু করে ফেলেছে রাস্তাটা।

আমি — বলো তো আফ্রিকা মহাদেশ কতটা দেশ। দেশ মানে যেমন মিশর একটি দেশ, উগান্ডা একটি দেশ। এই রকম মোট কটা দেশ আছে আফ্রিকা মহাদেশে।

অমলেন্দু — তা তো জানি না।

আমি — ইস্কুলে তো পড়িয়েছিল আফ্রিকা মহাদেশে কটা দেশ।

অমলেন্দু — ভুলে গেছি।

আমি— ভুলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। যাই হোক আমাদের বাড়িতে একখানা ভূগোলের বই আছে। তাতে দেখলাম আফ্রিকাতে ৪৮টি দেশ।

অমলেন্দু — আটচল্লিশটা!

আমি— হ্যাঁ। এখন বলো এই ৪৮টি দেশের নাম কী তোমার মুখস্ত আছে?